প্রথম আলো

তারিখ 13 JAN 2014
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

৫ জানুয়ারি দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার কথা ছিল ফেনীর দাগনভূঞা উপজেলার পূর্ব চন্দ্রপুর ইউনিয়নের গজারিয়া আদর্শ একাডেমি। কিন্তু ২ জানুয়ারি রাতে এই ভোটকেন্দ্রে দুর্বৃত্তরা আগুন দেয়। এতে বইপত্রসহ আসবাব সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। বর্তমানে ওই বিদ্যালয়ের ক্লাস চলছে খোলা আকাশের নিচে ● ফোকাস বাংলা

সংস্কার ব্যয় ৯ কোটি টাকা

'ভোটের আগুনে' ক্ষতিগ্রস্ত ৫৬৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

শরিফুজ্জামান ●

'ভোটের আগুনে' ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো সংস্কার করতে নয় কোটি ১২ লাখ ৪৪ হাজার ৬৬৬ টাকা লাগবে। এ ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৫৬৮টি। সরকারের করা হিসাব থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

বিএনপির নেতৃত্বাধীন ১৮-দলীয় জোট ৫ জানুয়ারির নির্বাচন প্রতিহত করার ডাক দেওয়ার পর ভোট গ্রহণের আগের দুই দিনে একযোগে হামলা হতে থাকে দেশের বিভিন্ন স্কুল ও মাদ্রাসায়। অভিযোগ রয়েছে, ভোটকেন্দ্র হওয়ার কারণে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করেন বিএনপি ও জামায়াত-শিবিরের কর্মী-সমর্থকেরা। এসব হামলায় শুধু রংপুর বিভাগেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তিন শতাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের স্থানীয় প্রকৌশলীদের সহায়তা নিয়ে জেলা ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তারা এই ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করেছেন। এর আগে প্রাথমিকভাবে ৫৩১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কথা জানিয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী।

মাঠপর্যায়ের তথ্য পর্যালোচনা করে গতকাল রোববার প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর তালিকা দিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে।

নির্বাচনী সহিংসতার অংশ হিসেবে ২ জানুয়ারি গভীর রাতে পুড়িয়ে দেওয়া হয় ফেনীর দাগনভূঞা উপজেলার গজারিয়া আদর্শ একাডেমি ● ফাইল ছবি

অন্যদিকে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে তালিকা পাঠিয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এ-সংক্রান্ত প্রতিবেদন পেলেও বাজেট-বহির্ভূত অর্থ কোত্থেকে আসবে তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে অর্থ সংস্থান ও মেরামতের আগে লেখাপড়া যাতে বিঘ্নিত না হয়, সে জন্য আশপাশে বিকল্প ব্যবস্থায় ক্লাস নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ *প্রথম আলোকে* বলেন, নতুন বই হাতে বিদ্যালয়ে গিয়ে অনেক শিশু কেঁদেছে। মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো মেরামত হওয়ার আগে স্থানীয় লোকজনের সহায়তা নিয়ে বিকল্প ব্যবস্থায় শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখতে বলা হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) হিসাব অনুযায়ী, ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১২৫টি। এগুলো মেরামতে খরচ হবে দুই কোটি ৩৮ লাখ ৮৫ হাজার ৪২০ টাকা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মাউশির আওতায় ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ৮৭টি, মাদ্রাসা ২৬ এবং কলেজ ১২টি। মাধ্যমিক স্কুলগুলো মেরামত করতে এক কোটি ৭৬ লাখ, মাদ্রাসাগুলো মেরামতে ২২ লাখ এবং কলেজগুলো মেরামতে ৪১ লাখ টাকা খরচ হবে।

মাউশির মহাপরিচালক ফাহিমা খাতুন জানান, তালিকা পাওয়ার পর মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।

তবে মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো মেরামতের জন্য সরকারের কাছে পৃথক বরাদ্দ চাওয়া হবে।

মাউশির তালিকায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে চট্টগ্রামের এওচিয়া বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের নাম। ওই বিদ্যালয়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ২০ লাখ টাকা। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ক্ষতি হয়েছে ফেনীর দাগনভূঞা সুলতানা মেমোরিয়াল গার্লস হাইস্কুল, ক্ষতির পরিমাণ ১৫

এরপর পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ১

সংস্কার ব্যয় ৯ কোটি টাকা

শেষ পৃষ্ঠার পর

লাখ টাকা।

প্রথম আলোর সাতকানিয়া প্রতিনিধি জানান, টিনশেডের এওচিয়া বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের একটি ভবনের প্রধান শিক্ষকের কক্ষসহ পাঁচটি কক্ষ এবং আসবাব পুড়ে গেছে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা ২৫০।

প্রধান শিক্ষিকা শিরিন আখতার বলেন, বিদ্যালয়ের আরেকটি ভবনের চারটি কক্ষে গাদাগাদি করে এবং একসঙ্গে দুই শ্রেণীর ক্লাস নেওয়া হচ্ছে। বেঞ্চ না থাকায় বাইরেও ক্লাস নেওয়া যাচ্ছে না। এছাড়া ভবনে থাকা শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত নথি, এমপিওর কপি, রেজিস্টারসহ মূল্যবান কাগজপত্র পুড়ে গেছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী, সারা দেশে ক্ষতিগ্রস্ত সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪৪৩। এসব বিদ্যালয় মেরামত করতে খরচ হবে ছয় কোটি ৭৩ লাখ ৫৯ হাজার ২৪৬ টাকা।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ বলেন, বেশির ভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আসবাব তথা চেয়ার-টেবিল ও বেঞ্চের ক্ষতি হয়েছে। তা ছাড়া কাঁচাঘরের শ্রেণীকক্ষ পুড়ে গেছে, যদিও এই সংখ্যা খুব বেশি নয়।

রংপুর বিভাগে ক্ষয়ক্ষতি বেশি : তালিকা পর্যালোচনা দেখা গেছে, রংপুর বিভাগের আট জেলার মধ্যে গাইবান্ধা, দিনাজপুর, রংপুর ও ঠাকুরগাঁও জেলায় তিন শতাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার সংখ্যা ৯৪, বাকিগুলো প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের রংপুর অঞ্চলের বিভাগীয় পরিচালক মহিউদ্দিন আহমেদ তালুকদার বলেন, ওই বিভাগে শ্রেণীকক্ষ ছাড়াও আসবাব ও শিক্ষার উপকরণ পুড়ে গেছে। যতদ্রুত সম্ভব ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা চলছে।